

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
[কর নীতি শাখা]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৩০.০৭.০০৮.২০১৫/১৩২

তারিখঃ ৩০ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত savings instruments এর বিপরীতে প্রাপ্ত সুদ আয় আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন সংক্রান্ত।

অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৪২C ধারায় পরিবর্তন এনে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত যে কোন savings instruments এর সুদ আয়ের উপর উৎস কর্তিত কর চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। Savings instruments এর সুদ আয় সুনির্দিষ্ট ও প্রামাণিক দলিলাদি দ্বারা সমর্থিত। এরূপ সুদ আয় আয়কর রিটার্নে কিভাবে প্রদর্শিত হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলের জিজ্ঞাসা রয়েছে মর্মে অবহিত হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ মর্মে স্পষ্টীকরণ করছে যে, বর্ণিত savings instruments এর উপর প্রাপ্ত এস সুদ আয়কর রিটার্নের আয়ের বিবরণী অংশে নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদ অংশে প্রদর্শন করতে হবে, যা মোট আয় নিরূপণে অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু এরূপ সুদ আয়ের উপর উৎস কর্তিত কর উক্ত সুদ আয়ের চূড়ান্ত করদায় পরিশোধ হিসেবে গণ্য হবে, তাই করদায় পরিগণনায় প্রথমে উক্ত সুদ আয় ব্যতিত অপরাপর খাতের করযোগ্য আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়করের হিসাব করতে হবে। এরপর সে অংকের সাথে savings instruments এর সুদের উপর কর্তিত কর যোগ করে 'মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর' এর পরিমাণ নির্ণিত হবে।

উদাহরণ হিসেবে, সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ থেকে ১ জুলাই ২০১৪ তারিখে করদাতা মির্জা সেহেলা সিদ্দিকার এস সুদ আয় হয়েছে ৩,০০,০০০/- টাকা। এর উপর ৫% হারে উৎস কর বাবদ ১৫,০০০/- টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট ২,৮৫,০০০/- টাকা করদাতাকে পরিশোধ করা হয়েছে। করদাতার ২০১৪-১৫ আয় বছরে বেতনাদি খাতে করযোগ্য আয়ের পরিমাণ ছিল ৪,০০,০০০/- টাকা এবং গৃহ-সম্পত্তি খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৮০,০০০/- টাকা। মির্জা সেহেলা সিদ্দিকা ১ জুলাই-৩০ জুন সময়ের আয় বছর অনুসরণ করেন। আলোচ্য সময়ে করদাতার রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২,০০,০০০/- টাকা।

বর্ণিত ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের সুদ ব্যতিত করদাতা মির্জা সেহেলা সিদ্দিকার অপরাপর খাতের আয়ের পরিমাণ ৫,৮০,০০০/- টাকা এবং তার উপর প্রযোজ্য করের পরিমাণ ২৮,০০০/- টাকা। সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে উৎস কর্তিত করের পরিমাণ ১৫,০০০/- টাকা। ফলে করদাতার মোট করদায়ের পরিমাণ হবে (২৮,০০০/- + ১৫,০০০/-) = ৪৩,০০০/- টাকা, যা আয়কর রিটার্নে নিম্নরূপে প্রদর্শিত হবে:

করদাতার আয় বিবরণী
৩০.০৬.২০১৫ তারিখে সমাপ্ত আয় বৎসরের আয়ের বিবরণী

আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১। বেতনাদিঃ ধারা ২১ অনুযায়ী (তফসিল ১ অনুসারে)	৪,০০,০০০
২। নিরাপত্তা জামানতের উপর সুদঃ ধারা ২২ অনুযায়ী (সঞ্চয়পত্রের এস সুদ)	৩,০০,০০০
৩। গৃহ সম্পত্তির আয়ঃ ধারা ২৪ অনুযায়ী (তফসিল ২ অনুসারে)	১,৮০,০০০
১০। মোট আয় (ক্রমিক ১ হতে ৯)	৮,৮০,০০০
১১। বিদেশ থেকে আয়	-
১২। মোট আয় (ক্রমিক ১০ এবং ১১)	৮,৮০,০০০
১৩। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর (চূড়ান্ত কর দায়ের অংকসহ)	৪৩,০০০

সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের উপর উৎসে কর্তিত কর এ খাতের আয়ের চূড়ান্ত করদায় বিধায় আয়কর রেয়াতের জন্য মোট আয়ের ৩০% (বর্তমানে প্রযোজ্য) অংক নিরূপণে সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। উদাহরণে উল্লিখিত করদাতা মির্জা সেহেলা সিদ্দিকার ক্ষেত্রে আয়কর রেয়াতের জন্য অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ হবে ৫,৮০,০০০/- টাকার ৩০% অর্থাৎ ১,৭৪,০০০/- টাকা।

এ স্পষ্টীকরণ savings instruments এর সুদ আয়ের উপর উৎসে কর্তিত করের ভিত্তিতে আয় পরিগণনা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের উপর প্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।


১৪.৭.২০১৫

(মোঃ শফির আহমদ)
প্রথম সচিব (কর নীতি)

বিতরণঃ

- ১। সদস্য (সকল), আয়কর অনুবিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
- ২। কর কমিশনার (সকল), আয়কর অনুবিভাগ।
- ৩। মহাপরিচালক, কর পরিদর্শন পরিদপ্তর/সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল/বিসিএস (কর) একাডেমী, ঢাকা।
- ৪। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।